যুগান্তর

তারিখ ... 31 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে কর্মশালা

অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করায় ৪ চ্যালেঞ্জ

যুগান্তর রিপোর্ট

ঘটা করে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করায় প্রধান চার চ্যালেঞ্জ সামনে এসেছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিকের যোগ্যতাভিত্তিক নতুন কারিকুলাম তৈরি করতে হচ্ছে। ৬৫ হাজার স্কুলের মধ্যে মাত্র ১ হাজার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালুর অবস্থা আছে। বাকিগুলোর অবকাঠামো সংকট বড় সমস্যা। সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় থাকা বেসরকারি স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষকদের দায়িত্বভার পরিচালনাও আরেক সমস্যা। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব স্কুলে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নেয়া হয়। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। শনিবার ঢাকার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) মিলনায়তনে 'প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ' শীর্ষক এক কর্মশালায় এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। ডিপিই মহাপরিচালক মো. আলমগীরের সভাপতিত্বে এতে মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায়ও প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা উঠে আসে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০ স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত খুলেছি। আমরা ইচ্ছে করলে এক ঘোষণায়ই সব প্রাথমিকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত খুলে ফেলতে পারি। কিন্তু আমাদের শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকটে তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, বেসরকারি স্কুলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে যেসব শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে তা বলতে গেলে কোনো পরীক্ষা ছাড়াই হয়েছে। কমিটি দয়া করে তাদের নিয়োগ দিয়েছে। এখন ওইসব স্কুল আমাদের অধীনে।

মন্ত্রী বলেন, এর চেয়ে বরং সরকারি স্কুলের নিয়োগ পদ্ধতি অনেক ভালো। এই নিয়োগের শিক্ষকরাই তো কিছু স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াচ্ছেন। তাহলে বাকিরাও অন্য স্কুলে পড়াতে পারবেন। মন্ত্রী বলেন, আমরা পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী না রাখার ব্যাপারে মত দিয়েছিলাম। বর্তমান পরিস্থিতিতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরিদর্শনের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতেই থাকছে। আসলে যার যে দায়িত্ব সে ঠিকমতো পালন করলেই কোনো সমস্যা হবে না। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়ন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম হবে; না ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠ্যক্রম রচনা হবে— সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ জন্য ২৫ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। তারা বলেন, সরকারি প্রাথমিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার মতো অবকাঠামো রয়েছে মাত্র এক হাজার স্কুলে। বাকি স্কুলে অবকাঠামো প্রয়োজন। অতিরিক্ত তিনটি শ্রেণী পরিচালনা ও দেখভালের জন্যও প্রয়োজনীয় লোকবল নেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। ফলে একটি স্কুলের পেছনে দুই মন্ত্রণালয়কেই ছোটাছুটি করতে হবে। বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে হয়। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে প্রাথমিক শিক্ষা আর অবৈতনিক থাকবে না। তাই বিকল্প বের করতে হবে। হয় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়েই অষ্টম শ্রেণী চালু করতে হবে, নতুবা জুনিয়র স্কুল সরকারি করতে হবে। প্রসঙ্গত, দুই মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে ৮টি সাধারণ বোর্ড ও একটি মাদ্রাসা বোর্ড সহায়তা করছে। এ জন্য ভর্তুকি লাগবে প্রায় ১২০ কোটি টাকা।